ভূমিকা

১

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'

বাংলা-সাহিত্যে ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাস্যরসপূর্ণ সামাজিক চিত্র অঙ্কনের একটা ধারা অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। গদ্যে তাহার প্রথম প্রকাশ—১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে সাপ্তাহিক সমাচারপত্র 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত "বাবুর উপাখ্যানে" ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য)। এই সময় হইতেই সামাজিক চিত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতে সুরু হয়। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এই শ্রেণীর রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক; তাঁহার রচিত 'কলিকাতা কমলালয়' (ইং ১৮২৩) ও 'নববাবুবিলাস' (ইং ১৮২৫) সে যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বিগত শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা-গদ্যে অনেকগুলি সামাজিক চিত্র জন্মলাভ করে; ইহার কয়েকখানির নাম উল্লেখ করিতেছি:—

'আলালের ঘরের দুলাল'	...	টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র)	...	ইং ১৮৫৮
'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'	...	হুতোম প্যাঁচা (কালীপ্রসন্ন সিংহ)	...	১৮৬২
'আপনার মুখ আপনি দেখ'	.	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	...	১৮৬৩
'কাকভুশুণ্ডীর কাহিনী'	...	ক্ষেত্রমোহন ঘোষ	...	১৮৬৫
'সমাজ কুচিত্র'	...	নিশাচর (ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)	...	১৮৬৫
'আস্‌মানের নক্‌শা— পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব'	...	শ্রীযুত দশ অবতারের এক অবতার (রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ)		১৮৬৮, ১৬ ডিসেম্বর
'কলিকাতার লুকোচুরি'	...	টেকচাঁদ ঠাকুর জুনিয়ার (প্যারীচাঁদের মধ্যম পুত্র, চুনিলাল মিত্র)	...	১৮৬৯, ২৩ এপ্রিল
'সচিত্র গুলজারনগর'*	..	ভাঁড়	...	১৮৭১
'আনন্দ-লহরী'। (বিকল্পে) সমাজ সংস্কার		এ. সি. লা (অবতারচন্দ্র লাহা)		১৮৮৯, ২৮ ডিসেম্বর

* "বিজ্ঞাপন।—সচিত্র গুলজার নগর। ভাঁড় প্রণীত। হাস্যরসের আশ্চর্য্য উপাখ্যান। যাহাতে কলিকাতা নগরের কয়েক বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা, সামাজিক নিয়ম ও শাসন-প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। উত্তম বান্ধায়ের মূল্য ৸৹ মাত্র। সকল পুস্তকালয়ে ও নং ৪৪ মাণিক বসুর ঘাট স্ট্রীট ভবনে তত্ত্ব করিবেন।"—'সুলভ সমাচার,' ২২ কার্ত্তিক ১২৭৮।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ঐতিহাসিক উপকরণে সমৃদ্ধ এই সকল সামাজিক চিত্রের কোন কোনটি পুনর্মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্রামাণিক ও সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; এক্ষণে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রচারিত হইল।

ইতিহাস: ১৭৮৩ শকে (ইং ১৮৬২) 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' প্রথমে খণ্ডশঃ প্রচারিত হয়। আমরা ইহার প্রথম খণ্ড—"চড়ক" (পৃ. ১৬) দেখিয়াছি; উহার আখ্যা-পত্র এইরূপ:—

হুতোম প্যাঁচার কলিকাতার নক্‌শা। চড়ক। প্রথম খণ্ড। "উৎপৎস্যতেস্তি মম কোপি সমানধর্ম্মা। কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥" ভবভূতি। আশ্‌মান। রামপ্রেসে মুদ্রিত। নং ৮৪ হুকো রাম বসুর ইষ্ট্রীট। মূল্য পয়শায় দুখানা।

পুস্তিকায় ভূমিকা-স্বরূপ এই অংশটি মুদ্রিত হইয়াছে:—

বিজ্ঞাপন। হুতোম প্যাঁচা এখন মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ নক্‌শা প্রস্তুত কর্‌বেন। এতে কি উপকার দর্শিবে, তা আপনারা এখন টের পাবেন না; কিন্তু কিছু দিন পরে বুজ্‌তে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় ত সে সময় হতভাগ্য হুতোম্‌কে দিনের ব্যালা দেখ্‌তে পেয়ে কাক ও ফর্‌মাসে হারামজাদা ছেলেরা ঠোট ও বাঁস দিয়ে, খোঁচা খুঁচি করে মেরে ফেলবে সুতরাং কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হুতোম কিছুই শুনতে পাবেন না।

এই পুস্তিকায় দুইখানি রেখাচিত্র আছে। উহা বর্ত্তমান সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইল।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা,' প্রথম ভাগ (পৃ. ৬+১৭৬) প্রকাশিত হয়। ইহার ইংরেজী ও বাংলা আখ্যা-পত্র এইরূপ:—

Sketches by Hootum illustrative of Every Day Life and Every Day People. Vol. I "By heaven, and not a master tought." "Mislike me not for my complexion." Shakespeare. Calcutta, Bose and Company, Printers & Publishers 1862.

হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা। (প্রবন্ধ কল্পনা।) প্রথম ভাগ। স্বর্গাদিদমনুপ্রাপ্তং নাচার্য্য মুখ কন্দরাৎ। প্রকাশায় চরিত্রাণাং মহত্ত্বস্যাম্নন স্তথা। চিত্তবৃত্তেশ্চ দত্তাস্মৈ প্রতিভা পরিমার্জ্জিতা। কলিকাতা। রাম প্রেস বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রচারিত। দরজী পাড়া। ১৭৮৪।

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬৩ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৮৬৪ সনে ১ম সংস্করণের দুই ভাগ 'হুতোম' একত্রে বাঁধাইয়া (পৃ. ২+১৮০+৫৪) প্রচারিত হইয়াছিল।

মৌলিকতা: বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে বিশেষ গৌরবের আসন দিয়াছিলেন এবং রুচি-বিচার করিয়া 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র নিন্দা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রতিপাদ্য এই ছিল যে, 'আলালের ঘরের দুলালে'ই

সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষা সংস্কৃতের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু বস্তুতঃ 'আলালে'র লেখক প্রচলিত লেখ্য রীতিরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, কথ্য ভাষা প্রয়োগের দিকে একটা ঝোঁক তাঁহার ছিল এই মাত্র। আমরা এই ভাষার প্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখিতে পাই হুতোমের 'নক্শা'য়। এই প্রয়োগ এমনই যথাযথ যে, আজও পর্য্যন্ত কোথায়ও ইহার পরিবর্ত্তন সম্ভবে না।

সামাজিক চিত্র হিসাবেও 'নক্শা'র বৈশিষ্ট্য অসাধারণ। 'আলালে'র লেখক টেকচাঁদ বহু ক্ষেত্রে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন, অর্থাৎ গল্প লিখিয়াছিলেন; তাই তিনি আধুনিক উপন্যাসের প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃকও কীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। হুতোম সে কালের সমাজের নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাঁহার রচনা ফটোগ্রাফধর্ম্মী। গল্প তাঁহার নিকট গৌণ, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার সামাজিক রূপবর্ণন। তাঁহার রচনাকৌশল এমনই অপূর্ব্ব যে, পড়িতে পড়িতে সেই কলিকাতাকে আমরা যেন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। টেকচাঁদ লিখিয়াছিলেন গল্প, হুতোম লিখিয়াছিলেন নক্শা। এই নক্শা-রচনায় হুতোম প্রথম এবং প্রধান।

ভাষা ও ভঙ্গীর দিক্ দিয়া হুতোম আজও পর্য্যন্ত অনুকৃত হইয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ তিনি একটি ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, যাহা আজিও প্রবহমাণ। 'আলালের ঘরের দুলাল' বিস্মৃত হইলে টেকচাঁদও বিস্মৃত হইবেন, কিন্তু চলতি ভাষা ও সামাজিক নক্শা যত দিন প্রচলিত থাকিবে, তত দিন হুতোমের মৃত্যু নাই।

সমসাময়িকের দৃষ্টিতে 'হুতোম': সাময়িক-পত্র ও পুস্তক-পুস্তিকায় প্রকাশিত আলোচনা ও প্রশস্তির মধ্যে কয়েকটি আমরা নিম্নে মুদ্রিত করিলাম।

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তৎসম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রে (২০ অক্টোবর ১৮৬২) লেখেন :—"ইহাতে আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।"

কালীপ্রসন্নের মৃত্যুর পর-বৎসর সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র এই অভিমত প্রকাশ করেন :—

> Kali Prosunno Singh, or 'Hutam', was one of the most successful writers in the style first introduced by Tekchand.' In early youth he made several translations from the Sanskrit, and in particular he is the author of a translation of the *Mahabharata*, which may be regarded as the greatest literary work of his age. But it is not as a translator that he is known to fame, and familiar to almost every Bengali, but as the author of *Hutam Pyancha*, a colleetion of sketches of city-life, something, after the manner of Dickens' *Sketches by Boz*, in which the follies and peculiarities of all classes, and not seldom of men actually living, are described in racy vigorous language, not seldom disfigured by obscenity." ("Bengali Literature" : *The Calcutta Review* for 1871.)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে মুদ্রিত "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

> পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তকে আমাকে আলোড়িত করিয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নক্শা। 'আলালের ঘরের দুলালে'ও অনেক স্থানে নক্শা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্শা তেমন স্ফুটিত হয়

নাই। তেপায়া উচ্চ টুলের উপর কাচের বাক্স বসাইয়া, দু পয়সা দাও, দু চক্ষু দিয়া দেখ বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ব্ব ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপে কলিকাতার নানাবিধ নক্শা তুলিয়া প্যাঁচা দেখাইতে লাগিল ও ফুলো গাল টিপিয়া বলিতে লাগিল, 'ইয়ে রাজবাড়ীকি নক্শা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজারকি গাজন, বড় তামাশা হ্যায়, ইয়ে হাইকোর্টকা বিচার, আজব তাজ্জব হ্যায়।' আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম, আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী। (পৃ. ৫২৮)

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কালীপ্রসন্নের সমবয়স্ক ছিলেন; ১৫-১৬ বৎসর বয়সে কালীপ্রসন্নের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি কালীপ্রসন্ন-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন এবং সভায় বাংলা প্রবন্ধাদিও পাঠ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটার কোনও ধনী প্রবীণ বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল; নক্শায় পাথুরিয়াঘাটা 'নুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথের সময় বাচখেলা, মেয়ে মানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশগোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংরাজেরা ঠাট্টাপ্রসঙ্গে যাহাকে 'Arry' বলে, অর্থাৎ যে সকল সামান্য লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইজ্জার হইয়া নানাপ্রকার বাঁদরামি করিয়া থাকে, সস্তায় আমোদ করিবার চেষ্টা করে, নক্শায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।

Satire হিসাবে হুতোম প্যাঁচা যে খুব effective হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten; এবং রুচি হিসাবে হুতোম ঈশ্বর গুপ্তের ও 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যি'র লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর। ('পুরাতন প্রসঙ্গ,' ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৮৯-৯০)

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "বাঙ্গালা সাহিত্য" প্রবন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন :—

হুতোম পেঁচাও এই পরিবর্ত্তন সময়ের একটি মহার্ঘ রত্ন; ইহাতে তৎকালীন সমাজের অতি সুন্দর চিত্র আছে, হুতোম হুতোমীয় ভাষার প্রবর্ত্তক এবং বহুসংখ্যক হুতোমী পুস্তকের আদিপুরুষ। বোধ হয়, মৌলিকতায় তৎকালীন সমস্ত পুস্তকের শিরঃস্থানীয়।

এই প্রসঙ্গে সাহিত্য-রসিক প্রমথ চৌধুরীর অভিমতও উদ্ধৃত করিলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি লিখিয়াছেন :—

> 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'…হচ্ছে তখনকার সমাজের আগাগোড়া যথারূপ এবং অতি চমৎকার লেখা। এ বই সে কালের কলিকাতা সহরের চলতি ভাষায় লেখা। এ রকম চতুর গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় আর দ্বিতীয় নেই।…যাঁরা এ পুস্তক পড়েন নি, তাঁদের তা পড়তে অনুরোধ করি। (১৯৪৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়,' পৃ. ১২)

গ্রন্থকারের জীবনী : ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতার এক ধনী জমিদার-বংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের জন্ম হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ জুলাই, মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে, যখন তিনি পরলোকগমন করেন, বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'ললিতা ও মানসে'র কাব্যবিলাস এবং বৈদেশিক বাণীসাধনা ত্যাগ করিয়া মাত্র 'দুর্গেশনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' রচনা শেষ করিয়াছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সেই স্বল্পকালের জীবনেই সমাজে, রাষ্ট্রে এবং সাহিত্যে এমন সকল কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, যাহার আলোচনা ও বিবৃতি এ-যুগেও আমাদের অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করে। তাঁহার বিচিত্র জীবনকথা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা"র প্রথম গ্রন্থ 'কালীপ্রসন্ন সিংহে' বিবৃত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সংস্করণের পাঠ : গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা,' ১ম ভাগের আর একটি সংস্করণ হয়—১৫ অক্টোবর ১৮৬৮ তারিখে। সঙ্গে সঙ্গে ১ম ভাগ (২য় সং) ও ২য় ভাগ একত্রে বাঁধাইয়া (পৃ. ১৩৮ + ৫৪) প্রচারেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণের 'হুতোমে' (১ম ভাগ) বহু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান সংস্করণে প্রথম ভাগের প্রারম্ভে টপ্পা গানের যে দুই পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে ১ম সংস্করণের পুস্তকে মধুসূদনের অনুসরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কবিতাটি ছিল :—

> হে শারদে! কোন্ দোষে দুষি দাসী ও চরণতলে?
> কোন্ অপরাধে ছলিলে দাসীরে দিয়ে এ সন্তান?
> এ কুৎসিতে! কোন্ লাজে সপত্নী সমাজে পাঠাইব,
> হেরিলে মা এ কুরূপে—দুষিবে জগৎ—হাঁসিবে
> সতিনী পোড়া; অপমানে উভরায়ে কাঁদিবে
> কুমার—সে সময় মনে ব্যান থাকে; চির অনুগত লেখনীরে!

আমরা ১৮৬৮ সনে গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণকেই মূল আদর্শ ধরিয়া পুস্তক মুদ্রণ করিয়াছি; কারণ, গ্রন্থকার জীবিত থাকিয়া যে পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে আমরা বাধ্য। তবে এই সংস্করণের যে যে স্থলে শব্দ ও পংক্তি পড়িয়া গিয়াছে, প্রথম সংস্করণের পাঠ ধরিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছি।

২

সামাজিক নক্শার দিক্ হইতে গ্রন্থটিকে সম্পূর্ণতা দিবার জন্ত হুতোমের রচনার সঙ্গে 'সমাজ কুচিত্র' ও 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' সন্নিবিষ্ট হইল; এগুলি হুতোমের রচনা না হইলেও হুতোমানুকারী দুই জন শক্তিশালী লেখকের রচনা।

'সমাজ কুচিত্র'

১৮৬৫ সনের জানুয়ারি মাসে নিশাচর-প্রণীত 'সমাজ কুচিত্র' প্রকাশিত হয়। পুস্তকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৬৮; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

THE EVILS OF OUR SOCIETY. In Bengals. For *Drawing attention of the young Bengals over* their mother county. By A Midnight-Traveller, Published by *B. Mook. Pen and Co.*

সমাজ কুচিত্র। মাতৃভূমির প্রতি বঙ্গীয় যুবকগণের চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত নিশাচর প্রণীত অমরাবতী সঞ্জীবনীযন্ত্র। ১৮৬৫ সাল। মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ২৩ বৎসর পরে—১৮৮৯ সনের জানুয়ারি মাসে এই পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হয়; প্রকাশক—ধুলিয়ান-নিবাসী অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "গ্রন্থকারমহাশয়ের অভিমত গ্রহণপূর্ব্বক উপযুক্ত স্থলবিশেষে কতক কতক সংযোজন এবং কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করিয়া. এই দ্বিতীয় সংস্করণ [পৃ. ৭২] প্রকাশ" করেন। আমরা গ্রন্থকারের মূল সংস্করণের পাঠই অনুসরণ করিয়াছি।

'সমাজ কুচিত্রে'র লেখক "নিশাচর" কে, এ সম্বন্ধে স্বতঃই কৌতূহল হইতে পারে। তিনি সে কালের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। উল্লিখিত অনুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র জামাতা, সে কালের সব-রেজিষ্টার ও 'রেজিষ্টারী দর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ('জন্মভূমি,' পৌষ ১৩০৩, পৃ. ১৬-১৭)। 'সমাজ কুচিত্রে'র আখ্যাপত্রে আছে : "Published by B. Mook. Pen and Co" এই "B. Mook." "ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়" নামেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। ভুবনচন্দ্রই যে 'সমাজ কুচিত্রে'র লেখক, তাহার স্পষ্ট উল্লেখও আমরা পাইয়াছি। "স্বয়ং ভুবনচন্দ্রের মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ" করিয়া, তাঁহারই জীবিতকালে যতীন্দ্রনাথ দত্ত তৎসম্পাদিত 'জন্মভূমি'তে (ভাদ্র ১৩১০) তাঁহার যে জীবনী প্রকাশ করেন, তাহাতে প্রকাশ :—১৮৭০-৭১ সনে খণ্ডশঃ প্রকাশিত "[এই এক নূতন : আমার] গুপ্তকথা লিখিবার অগ্রে সমাজ কুচিত্র নামে তিনি একখানি সামাজিক নক্সা প্রণয়ন করেন, সেখানি হুতোমের ভাষার অনুকরণ, বিজ্ঞ লোকে তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত চিত্র বলেন, হুতোম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন।" যতীন্দ্রনাথ পরবর্ত্তী কালে বর্দ্ধিতাকারে ভুবনচন্দ্রের যে জীবনকাহিনী প্রচার করিয়াছিলেন ('প্রবর্ত্তক,' ভাদ্র ১৩৪৩), তাহাতেও 'সমাজ কুচিত্রে'র রচয়িতা সম্বন্ধে অনুরূপ উক্তি আছে।

২০ জুলাই ১৮৪২ (৬ শ্রাবণ ১২৪৯) তারিখে ভুবনচন্দ্রের জন্ম হয়। ২৪-পরগণার

অন্তর্গত দক্ষিণ-বারুইপুরের সন্নিহিত শাসন গ্রামে তাঁহার মাতামহাশ্রম। শৈশবাবধি মাতৃভাষায় তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। ১৮৬১ সনের জুলাই মাসে জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামীর সম্পাদনায় দৈনিক 'পরিদর্শক' প্রকাশিত হইলে ভুবনচন্দ্র তাহাতে কবিতা লিখিতেন। পর-বৎসর ১৪ই নবেম্বর কালীপ্রসন্ন সিংহ 'পরিদর্শকে'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী হন; তিনি জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ও তাঁহার সুপারিশে ভুবনচন্দ্রকে সহকারী-রূপে গ্রহণ করেন। 'পরিদর্শক' তিন মাস সগৌরবে চলিয়া লুপ্ত হয়। ভুবনচন্দ্র কালীপ্রসন্নের সুনজরে পড়িয়াছিলেন; 'পরিদর্শক' লুপ্ত হইলেও সদাশয় কালীপ্রসন্ন তাঁহাকে নিকটেই রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশে'র জন্য এক জন যোগ্য সহকারীর সন্ধান করিতেছিলেন। ভুবনচন্দ্র সেই পদের প্রার্থী হন। দেড় বৎসর 'সোমপ্রকাশে'র সম্পাদকীয়-বিভাগে কার্য্য করিবার পর তিনি রামচন্দ্র গুপ্তের অধীনে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক হন এবং এই পদে সুদীর্ঘ ২২ বৎসর নিযুক্ত ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকরে' কার্য্যকালে তিনি দুইখানি মাসিকপত্র পরিচালন করিয়াছিলেন; উহার একখানি—১২৭৭ সালের অগ্রহায়ণ (১ ডিসেম্বর ১৮৭০) মাসে প্রকাশিত রহস্য-পত্রিকা 'বিদূষক,' অপরখানি—১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত 'পূর্ণশশী'। ১৩০৩ সালের ২৫এ শ্রাবণ, শনিবার (৮ আগস্ট ১৮৯৬) সাপ্তাহিক 'বসুমতী' প্রকাশিত হইলে প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে ভুবনচন্দ্র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার লিখিত অনেক গ্রন্থ বসুমতী-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৩০৭ সালে প্রকাশিত নবপর্য্যায় (৯ম ভাগ) 'জন্মভূমি'র সহিত তিনি ওতপ্রোত ছিলেন। তাঁহার বহু রচনা—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধাদি 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ১১শ ভাগের (১৩০৯) প্রথম কয়েক সংখ্যার সম্পাদক-রূপে তাঁহার নাম বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। 'জন্মভূমি'র দত্ত-পরিবারের সহিত তাঁহার অকৃত্রিম সৌহার্দ্য ছিল। গঙ্গাস্নানের সুবিধা হইবে বলিয়া ১৩০৩ সাল হইতে মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি দত্ত-পরিবারেই অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল।

ভুবনচন্দ্রের গ্রন্থের সংখ্যা বড় অল্প নহে। তিনি কাব্য, উপন্যাস, সামাজিক নক্শা, প্রহসন, ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী—এক কথায় বাংলা-সাহিত্যের সকল বিভাগেই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দ্বিতীয় রাজকৃষ্ণ রায় বলা চলে। তিনি অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; রেনল্ডসের জোসেফ উইলমট্, মারি কোরেলীর *Sorrows of Satan* ('সন্তপ্ত সয়তান'), গালিভার্স ট্রাভ্‌লস্ প্রভৃতি সুললিত বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'এই এক নূতন: আমার গুপ্তকথা' বা 'হরিদাসের গুপ্তকথা' (মে ১৮৭৩) আমাদের নিকট সমধিক পরিচিত।

ভুবনচন্দ্র নামের কাঙাল ছিলেন না। তাঁহার লিখিত অনেক পুস্তকে গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম মুদ্রিত হয় নাই। উদীয়মান লেখকগণের উৎসাহদাতা-রূপে তিনি অনেকের

রচনা সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। "কুষ্টিয়া-নিবাসী সৈয়দ মীর মশাররফ হোসেন নামক এক মুসলমান যুবক দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে আনেন, তিনি তাহা উত্তমরূপে শোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সজ্জিত করেন, একখানির নাম 'বসন্তকুমারী,' দ্বিতীয়খানির নাম 'বিষাদসিন্ধু'।" ('জন্মভূমি,' ভাদ্র ১৩১০, পৃ. ৬১)

১৮ জুলাই ১৯১৬ (২ শ্রাবণ ১৩২৩) তারিখে, ৭৪ বৎসর বয়সে, ভুবনচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'নায়কে' (২০ ভাদ্র) লিখিয়াছিলেন :—

"আলালের সময় হইতে যিনি বাঙ্গালার গদ্য পদ্য লেখক, মাইকেলের সহচর, যাঁহার লিখিত পুস্তকরাশির সংখ্যা করা যায় না; যাঁহার পাঠকগণেরও সংখ্যা হয় না—সেই সরল সোজা, দেশী বাঙ্গালা গদ্যের লেখক ভুবনচন্দ্রের মতন অনুবাদক বাঙ্গালায় আর ছিল না—বোধ হয় আর হইবে না। আর···তুমি ভুবনচন্দ্রের মনীষা বেচিয়া এত অর্থ পাইয়াছ, তুমি সেই বুড়ার মরণে কি করিলে? কি করিবে? নাটুকে রামনারায়ণের সময় হইতে যে ভুবনচন্দ্রের প্রতিভা একটানা গঙ্গাস্রোতের মত সমানভাবে ষাট বৎসরকাল বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে বহিয়া গিয়াছে, সেই ভুবনবাবুর দলের একজন ছিল না বলিয়া আজ বিস্মৃতিসাগরে ডুবিল।"

'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব'

১২৭৫ সালে (ইং ১৮৬৮) এই পুস্তিকাখানি প্রকাশিত হয়। ইহার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

আস্‌মানের নক্‌সা। পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব। ষষ্ঠীর বোধন হইতে মহানবমীর কাদা পর্য্যন্ত। শ্রীযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার কর্ত্তৃক প্রণীত।

"———— ———— ভূধর-দরী-লীনা মুনীনাং গিরঃ,
স্বচ্ছং ম্লেচ্ছ-মতং জনাস্তদনুগাঃ কা নাম ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
মন্ত্রং হন্তমতীব।———— ———— ————"

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।

কলিকাতা। শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৭২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৭৫ শাল।

পুস্তিকায় লেখক আত্মগোপন করিয়া নিজকে "শ্রীযুক্ত দশ অবতারের এক অবতার"-রূপে পরিচয় দিয়াছেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকায় তাঁহার আসল নাম "রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ" এবং পুস্তিকার প্রকাশকাল "১৬ ডিসেম্বর ১৮৬৮" পাওয়া যাইতেছে।

১২৫০ সালে (ইং ১৮৪৩) ২৪-পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে রামসর্ব্বস্বের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম—রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ। দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের

মধ্যে বাগ্‌দান-প্রথা প্রচলিত থাকায় বাল্যকালেই রামসর্ব্বস্বের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল ; তিনি কবিবর তারাকুমার কবিরত্নের ভগিনীকে বিবাহ করেন।

রামসর্ব্বস্ব সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিয়া "বিদ্যাভূষণ" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। সংস্কৃত কলেজ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনের পণ্ডিত হন। অতঃপর তিনি বিদ্যাসাগর-প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান কলেজ ও বউবাজার শাখা-বিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৯০৩ সনে প্রকাশিত 'সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রবেশিকা'র বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন :—"প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, তৎকালে আমি প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে ও তাঁহার নিজের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। তিনিও আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন।" বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর (ইং ১৮৯১) পর রামসর্ব্বস্ব পাঁচ বৎসর বঙ্গবাসী কলেজে ও ১৫ বৎসর রিপন কলেজে অধ্যাপনা করিয়া ১৩১৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

রামসর্ব্বস্ব অমায়িকপ্রকৃতি, আমোদপ্রিয় ও সুরসিক ছিলেন। সাধারণের নিকট তাঁহার নাম রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত-শিক্ষক হিসাবেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু তিনি যে সে কালের একজন প্রতিষ্ঠাবান্ সাহিত্যিক ছিলেন, ইহা আজ অনেকেরই নিকট অবিদিত। ১৮৬৮ সনের ২৮এ ডিসেম্বর 'কল্পলতিকা' নামে পাক্ষিক পত্রিকা তাঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, নজীর উদ্ধৃত করিতেছি :—

> কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক। ১৫ই পৌষ অবধি নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে, মাসিক মূল্য চারি আনা। ('সংবাদ প্রভাকর,' ২৩ পৌষ ১২৭৫)
>
> কল্পলতিকা। এখানি পাক্ষিক পত্রিকা। পটোলডাঙ্গা ট্রেনিং ইনষ্টিটিউশনের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ ইহার প্রণয়ন করিতেছেন। ইহার দুই সংখ্যা দেখিয়া বোধ হইতেছে…। ('সোমপ্রকাশ,' ২০ মাঘ ১২৭৫)

১২৮২ সালের বৈশাখ (ইং ১৮৭৫) মাসে রামসর্ব্বস্ব 'প্রতিবিম্ব' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার প্রথম সংখ্যার সমালোচনা-প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (ভাদ্র ১৭৯৭ শক) লিখিয়াছিলেন :—

> প্রতিবিম্ব। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, শিল্প, পুরাবৃত্ত, বার্ত্তাশাস্ত্র, জীবনবৃত্ত, শব্দশাস্ত্র ও সঙ্গীতাদি বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীরামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা, ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৮২। এই সংখ্যায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম সূচনা, ২য় মনু ও তাঁহার রাজনীতি, ৩য় উদাসীন যোগী বেশে সাজায়ে আমায়, ৪র্থ বিজ্ঞান, ৫ম আলঙ্কারিক শিল্প, ৬ষ্ঠ প্রকৃতির খেদ, ৭ম পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত, ৮ম আয়ুর্ব্বেদ। স্বীয় লেখকগণের নাম ঘোষণা বিষয়ে

প্রতিবিম্বের কোন আড়ম্বর নাই কিন্তু আমরা শুনিতে পাই এই মাসিক পত্র প্রণ
কার্য্যে উত্তম উত্তম লেখক ব্রতী আছেন। "আলঙ্কারিক শিল্পে"র ন্যায় গদ্য প্রস্তাব
"প্রকৃতির খেদের" ন্যায় কবিতা যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাহা সাধারণ
সমাদরভাজন না হইয়া কখনই থাকিতে পারে না। আমরা শুনিলাম পরলোক
শ্যামাচরণ শ্রীমাণি মহাশয় আলঙ্কারিক শিল্প ও পৌরাণিক ভূ-বৃত্তান্ত এই প্রস্তাব
লিখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় ধীর, অমায়িক, শিল্পাভিজ্ঞ ব্যক্তি অল্পই পাওয়া যায়।

"প্রকৃতির খেদ" রবীন্দ্রনাথের রচনা। 'প্রতিবিম্বে'র ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮২) হই
দ্বিজেন্দ্রনাথের লিখিত "পাতঞ্জলের যোগশাস্ত্র" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে
১২৮২ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে পত্রিকাখানি 'জ্ঞানাঙ্কুরে'র সহিত সম্মিলিত হ
'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নাম ধারণ করে।

২৪ জুন ১৯১২ (১০ আষাঢ় ১৩১৯) তারিখে, ৬৯ বৎসর বয়সে, পণ্ডিত রামসব
বিদ্যাভূষণ পরলোকগমন করিয়াছেন ('গৃহস্থ,' কার্ত্তিক ১৩১৯ দ্রষ্টব্য)।